আলমডাঙ্গার নারী উদ্যোক্তা মৌমিতার সাফল্যের গল্প

চেহারা নয়, হাতের জাদুতেই লাখো মানুষের হৃদয় জয় করেছেন আলমডাঙ্গার নারী উদ্যোক্তা মৌমিতা রহমান মৌ। রান্নাঘর থেকে শুরু হওয়া তাঁর পথচলা আজ অনলাইন দুনিয়ায় এনে দিয়েছে ব্যাপক পরিচিতি ও সাফল্য।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড়ার বাসিন্দা মো. মোমিনুর রহমানের কন্যা মৌমিতা রহমান মৌ বর্তমানে জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে পরিচিত। মুখ না দেখিয়ে কেবল হাতের কাজ, রান্নার কৌশল এবং ঘরোয়া নানা টিপসের মাধ্যমে তিনি প্রায় ১০ লাখ মানুষের ভালোবাসা অর্জন করেছেন।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করার পর ২০২৪ সালের মে মাসে কনটেন্ট নির্মাণ শুরু করেন মৌমিতা। নিজের আত্মসম্মানবোধ ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে প্রাধান্য দিয়ে মুখমণ্ডল প্রদর্শন না করেই শালীন ও মার্জিত উপায়ে অনলাইনে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ বিষয়ে পরিবারেরও পূর্ণ সমর্থন ছিল।

শুরুর দিকে তিনি রান্নাবান্না এবং দৈনন্দিন জীবনের অনুপ্রেরণামূলক নানা বিষয় নিয়ে ভিডিও তৈরি করতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজের পরিধি বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে গৃহিণীদের কাজের চাপ কমাতে ঘরোয়া টিপস, সহজ রান্নার কৌশল, সংসার পরিচালনার পরামর্শ এবং বিভিন্ন সচেতনতামূলক বিষয় নিয়ে নিয়মিত কনটেন্ট তৈরি করছেন। সম্প্রতি দর্শকদের কাছে বিষয়গুলো আরও সহজবোধ্য করতে অ্যানিমেশন ও কার্টুনের মাধ্যমেও তথ্য উপস্থাপন শুরু করেছেন।

মৌমিতা রহমান মৌ বলেন, “ছোট ছোট কাজের টিপসও মানুষের জীবন সহজ করে দিতে পারে। অনেক গৃহিণী আমার ভিডিওতে নিজেদের জীবনের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পান। তাঁদের আপন মনে হওয়াটাই আমার সবচেয়ে বড় অর্জন।”

তিনি আরও বলেন, “আজকের নারীরা শুধু সংসারেই সীমাবদ্ধ নন। নিজেদের মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। আমার পথচলা দেখে যদি আরেকজন মেয়েও সাহস পান, তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।”

আগামী দিনে আরও মানসম্মত ও উপকারী কনটেন্ট তৈরির পাশাপাশি একটি নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন মৌমিতা। তাঁর প্রত্যাশা, সেই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার সহজ ও কার্যকর সমাধান খুঁজে পাবেন।

মুখ নয়, মেধা ও সৃজনশীলতাকেই শক্তি হিসেবে কাজে লাগিয়ে মৌমিতা রহমান মৌ হয়ে উঠেছেন নতুন প্রজন্মের নারী উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণার প্রতীক।

আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনে নিরাপত্তা জোরদারে বসছে সিসিটিভি ক্যামেরা

আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী বিভাগের বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপকের (ডিআরএম) কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করা হয়েছে।

আবেদনটি ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

গত ৪ জুন ২০২৬ তারিখে দাখিল করা আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়, আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক যাত্রীর যাতায়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

কিন্তু রাতের বেলায় পর্যাপ্ত আলোর অভাব এবং নজরদারির সীমাবদ্ধতার কারণে স্টেশনটি নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকে। এছাড়া স্টেশনের বিভিন্ন স্থানে মাদকসেবীদের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় যাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে।

এ অবস্থায় স্থানীয় সচেতন মহল ও সাধারণ যাত্রীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী এবং আলমডাঙ্গা

পৌরসভার বিএনপি থেকে মেয়র পদে মনোনয়নপ্রত্যাশী হাসিবুল হক লিপু ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্টেশনে একটি ডিজিটাল ডিসপ্লে, প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক বাতি এবং সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

আবেদনপত্রে তিনি উল্লেখ করেন, ক্যামেরা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যয় তিনি নিজেই বহন করবেন। তবে ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের অধীনেই থাকবে।

আবেদনটি পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (ডিএসটিই) গত ১৪ জুন ২০২৬ তারিখে নোটশিটে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণের নির্দেশ দেন।

এছাড়া এটিসিই/পিএক্সই শাখার মন্তব্যে বলা হয়েছে, সিসিটিভি ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা অবশ্যই বাংলাদেশ রেলওয়ের অধীনেই থাকতে হবে এবং স্থাপনের সময় রেলওয়ের নির্ধারিত মান (কোয়ালিটি) নিশ্চিত করতে হবে।

স্থানীয়রা আশা করছেন, দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার হবে। এতে যাত্রীরা নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক পরিবেশে সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনে নিরাপত্তা জোরদারে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ায় হাসিবুল হক লিপুকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় হাত-পা বেঁধে পুকুরে ডুবিয়ে হত্যাচেষ্টার

অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পুকুরের পানিতে অচেতন অবস্থায় সাইদুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামের মৃত মোহত আলীর ছেলে সাইদুর রহমান পেশায় একজন গাছকাটা দিনমজুর। এলাকাবাসীর কাছে তিনি একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একই গ্রামের মৃত জহির উদ্দিনের ছেলে মঞ্জিলুর রহমানের সঙ্গে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দীর্ঘদিন ধরে সাইদুর রহমানের বিরোধ চলে আসছিল। পাশাপাশি বসবাসের কারণে জমির সীমানা ও দখল নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতো।

গত ১৩ জুন শনিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ একই পাড়ার একটি মাদ্রাসার পেছনে অবস্থিত পুকুর থেকে সাইদুর রহমানকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করে।

কে বা কারা সাইদুর রহমানকে হাত-পা বেঁধে পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে, সে বিষয়ে এলাকাবাসী নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারেনি। তবে তার পরিবারের সদস্যদের দাবি, দীর্ঘদিনের জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের কারণে মঞ্জিলুর রহমানের সঙ্গে বিরোধই এ ঘটনার প্রধান কারণ হতে পারে।

এ ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। একজন সুস্থ মানুষকে এভাবে হত্যার চেষ্টার ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ও অনিরাপত্তা তৈরি হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা ও এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরায়েল বলেন, “সাইদুর রহমানকে উদ্ধার করে প্রথমে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে। খুব দ্রুত জড়িতদের গ্রেফতার করা হবে।”

আলমডাঙ্গায় ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, এমপির দেশব্যাপী “০৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ” কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেছেন।

শনিবার কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার ডুলাহাজারায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐতিহাসিক এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

একই সঙ্গে দেশের সকল জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে একযোগে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম শুরু হয়।এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহীনা আক্তার,কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মাসুদ হোসেন পলাশ,মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম রোকন প্রমুখ এ সময় বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই।

সরকারের ঘোষিত “৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ” কর্মসূচি সফল করতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত অতিথিরা উপজেলা চত্বরে বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করেন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি সড়কে ফলজ গাছে আগুন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা বধ্যভূমি সড়কের জিকে ক্যানেল সংলগ্ন হাড়গাড়ী এলাকায় দুর্বৃত্তদের আগুনে কয়েকটি ফলজ গাছ পুড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি উঠেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, সড়কের পাশে থাকা দুইটি কাঁঠাল গাছ, তিনটি তালগাছ এবং একটি আমগাছ আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে গাছগুলোতে আগুন দেওয়া হয়েছে।

এলাকাবাসী জানান, মানুষের মধ্যে বিরোধ বা শত্রুতার জেরে ফলজ গাছের মতো পরিবেশবান্ধব সম্পদ ধ্বংস করা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অমানবিক কাজ। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, ব্যক্তিগত বিরোধের প্রতিশোধ নিতে গাছ পুড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা কতটা বর্বরতার পরিচয় বহন করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সরকারি জমিতে বেড়ে ওঠা এসব গাছের ওপর এর আগেও বিভিন্ন সময় ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড চালানো হয়েছে।

তবে এসব ঘটনার বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ব্যবস্থা না নেওয়ায় অপরাধীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে বলে অভিযোগ করেছেন সচেতন নাগরিকরা।

ঘটনার খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংস্থার সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং এর তীব্র নিন্দা জানান। সংগঠনের সদস্যরা বলেন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ক্ষতিগ্রস্ত গাছগুলোর পরিচর্যা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

তারা আরও বলেন, সামাজিক সংগঠন হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করতে তারা প্রস্তুত রয়েছেন। একই সঙ্গে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক

শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা।

এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এলাকাবাসী ও পরিবেশকর্মীরা। তাদের মতে, পরিবেশ ধ্বংসের এমন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে

আলমডাঙ্গায় অপহরণের ৯ দিন পর যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় অপহরণের নয় দিন পর রাফিন (২০) নামে এক যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত রাফিন পেশায় ভ্যানচালক ছিলেন। তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের চিলাভালকী গ্রামের সৌদি প্রবাসী আক্তার হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার (১২ জুন) গভীর রাতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের অর্জুন খালে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পরে কুতুবপুর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত ও অর্ধগলিত মরদেহটি উদ্ধার করে।

পরিবারের সদস্যরা জানান, গত ৪ জুন সন্ধ্যা ৭টার দিকে মোবাইল ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বের হন রাফিন। পাশের পাইকপাড়া গ্রামের একটি সেতুর কাছে তাকে যেতে বলা হয়েছিল। এরপর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

স্বজনদের দাবি, ওই রাতেই রাফিন তার দাদির মোবাইল ফোনে কল করে জানান, তাকে অজ্ঞাত স্থানে আটকে রাখা হয়েছে। একই সময়ে অপহরণকারীরা পরিবারের কাছে প্রথমে ১২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। পরে দরকষাকষির একপর্যায়ে দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ ৮ লাখ টাকায় নামিয়ে আনা হয় এবং ১০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধের সময়সীমা বেঁধে

দেওয়া হয়।

পরিবারের সদস্যরা আরও জানান, অপহরণকারীদের হুমকি উপেক্ষা করে তারা আলমডাঙ্গা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। ছেলেকে উদ্ধারে তারা আলমডাঙ্গা থানা ও পাইকপাড়া পুলিশ ক্যাম্পে দৌড়ঝাঁপ করেন। পুলিশও মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালায়।

শনিবার (১৩ জুন) সকালে রাফিনের স্বজনরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহের পরনে থাকা জিনসের প্যান্ট দেখে সেটি রাফিনের বলে শনাক্ত করেন। তবে মরদেহের পরিচয় শতভাগ নিশ্চিত হতে ডিএনএ পরীক্ষাসহ বৈজ্ঞানিক তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “পরিবারের সদস্যরা মরদেহটি রাফিনের বলে শনাক্ত করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডিএনএ পরীক্ষাসহ প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।”

এ ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত ও গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

উল্লেখ্য, পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, মুক্তিপণের টাকা না পেয়ে অপহরণকারীরা রাফিনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে থাকতে পারে। তবে হত্যার প্রকৃত কারণ ও ঘটনার বিস্তারিত জানতে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় উৎসবমুখর পরিবেশে তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তা ও নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শনী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা

প্রশাসন ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের যৌথ উদ্যোগে এ ব্যতিক্রমী আয়োজন করা হয়।

গতকাল শুক্রবার আলমডাঙ্গা উপজেলা মডেল মসজিদের হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তাদের তৈরি করা আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্প, স্টার্টআপ উদ্যোগ ও ডিজিটাল উদ্ভাবন উপস্থাপন করে।

পরে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিনুর আক্তার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য মাসুদ পারভেজ রাসেল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মাহমুদুল হক এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা ও উপস্থাপনা করেন উপজেলা শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার ইমরুল হক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, “স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তরুণদের বিজ্ঞানমনস্কতা ও উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।” তিনি শিক্ষার্থীদের এ ধরনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের দক্ষতা ও মেধার বিকাশ ঘটানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা শিক্ষার্থীদের প্রদর্শিত বিভিন্ন স্টার্টআপ উদ্যোগ ও বিজ্ঞান প্রকল্প ঘুরে দেখেন এবং তাদের মেধা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী সক্ষমতার প্রশংসা করেন।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তার বেহাল দশা

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নামেই শুধু প্রথম শ্রেণির পৌরসভা; বাস্তবে এখানে রাস্তাঘাট ও পানি নিষ্কাশনের উন্নত কোনো ব্যবস্থা নেই,

মেলেনি কাঙ্ক্ষিত নাগরিক সেবাও। সকল প্রকার উন্নয়নের বাইরে রয়ে গেছে বন্ডবিল ৯ নম্বর ওয়ার্ডসহ পৌরসভার বেশিরভাগ এলাকা। দৃশ্যমান কিছু আধুনিকতার ছোঁয়া কেবল মেলে উপজেলা চত্বর, হাইরোড ও থানার সম্মুখে। পৌরসভার পাশ ঘেঁষেই রয়েছে মাছের বাজার, কাপড়পট্টি ও টহবাজার, যেখানে অল্প বৃষ্টিতেই রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

চার দশকের অপেক্ষা আর ৫ হাজারের বেশি মানুষের মনে এখন একটাই প্রশ্ন— “আমরা কি সত্যিই পৌরসভার নাগরিক?”

১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আলমডাঙ্গা পৌরসভাটি দীর্ঘ পথচলায় প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছে। পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা, ড্রেন, সড়কবাতি ও বাজার উন্নয়নসহ নানা অবকাঠামোগত উন্নয়ন দৃশ্যমান হলেও সেই উন্নয়নের ছোঁয়া এখনো পুরোপুরি পৌঁছায়নি ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বন্ডবিল এলাকায়।

পৌরসভা সূত্রমতে, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মোট জনসংখ্যা ৫ হাজার ৪৮১ জন। এখানে ৭৩৭টি হোল্ডিং এবং প্রায় ২ হাজার৩০০ ভোটার রয়েছেন। প্রতি বছর এই ওয়ার্ড থেকে প্রায় ৫৬ শতাংশ রাজস্ব আদায় হয়। অথচ স্থানীয়দের অভিযোগ— কর ও হোল্ডিং ট্যাক্স নিয়মিত পরিশোধ করলেও নাগরিক সুবিধা থেকে তারা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত।

সরেজমিনে দেখা যায়, ওয়ার্ডের অধিকাংশ এলাকায় কোনো পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে গিয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। অনেক এলাকার মানুষকে এখনও কাঁচা রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রথম শ্রেণির পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও তাদের জীবনযাত্রার মান অনেকাংশে ইউনিয়ন পর্যায়ের অনুন্নত এলাকার মতোই রয়ে গেছে। ওয়ার্ডের ভেতরের প্রধান সড়কটিও বিভিন্ন স্থানে ভেঙেচুরে পড়ে আছে, যা সংস্কারে দীর্ঘদিনেও কোনো কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি।

এলাকার বাসিন্দারা জানান, সড়কবাতির অবস্থাও অত্যন্ত হতাশাজনক। কিছু স্থানে খুঁটি ও বাতি স্থাপন করা হলেও অনেকগুলোতে এখনো বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে রাতের বেলায় চলাচলে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয় সাধারণ মানুষকে।

স্থানীয় প্রবীণদের ভাষায়, “পৌরসভা হওয়ার পর থেকে অনেক নির্বাচন দেখেছি। প্রতিবারই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি শুনেছি, কিন্তু বাস্তবে বন্ডবিলে বড় ধরনের কোনো উন্নয়ন চোখে পড়েনি।”

তরুণদের অভিযোগ আরও স্পষ্ট। তাদের মতে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার অন্যান্য ওয়ার্ডের তুলনায় ৯ নম্বর ওয়ার্ড উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। নাগরিক সুবিধার দিক থেকে এই ওয়ার্ডটি এখনো পৌর এলাকার পরিবর্তে একটি অবহেলিত ইউনিয়নের চিত্র বহন করছে।

একাধিক বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “আমরা যদি ইউনিয়নের অধীনে থাকতাম, তাহলে কর কম দিতে হতো। কিন্তু প্রথম শ্রেণির পৌরসভার নাগরিক হয়েও আমরা ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি না।”

স্থানীয়দের দাবি— এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে আধুনিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশনের জন্য কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ, ভাঙাচোরা সড়ক সংস্কার, নতুন রাস্তা নির্মাণ এবং কার্যকর সড়কবাতির ব্যবস্থা করা হোক।

২০০৪ সালে আলমডাঙ্গা পৌরসভা প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ার পর দুই দশকেরও বেশি সময় পার হয়ে গেলেও বন্ডবিল এলাকার মানুষের প্রত্যাশিত নাগরিক উন্নয়ন বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা ক্রমেই বাড়ছে।

এদিকে আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনকে ঘিরে সম্ভাব্য প্রার্থীরা নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও ভোটাররা এবার প্রতিশ্রুতির চেয়ে বাস্তব কাজকে বেশি গুরুত্ব দিতে চান। তাদের মতে, রাস্তা, ড্রেনেজ, সড়কবাতি, নিরাপদ পানি ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করাই হবে আগামী নির্বাচনের প্রধান ইস্যু।

প্রথম শ্রেণির পৌরসভার পরিচয় পাওয়ার বহু বছর পরও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের হাজারো মানুষের মনে আজও একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে— “আমরা পৌরসভাকে কর দিচ্ছি, কিন্তু পৌরসভার নাগরিক সুবিধা কি সমানভাবে পাচ্ছি?” এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছে বন্ডবিলের প্রায় আড়াই হাজার ভোটার এবং ৫ হাজারের বেশি সাধারণ নাগরিক।

আলমডাঙ্গায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে র্যালি, দৃশ্যমান হয়নি পরিচ্ছন্নতা অভিযান

আলমডাঙ্গায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মশার প্রজননস্থল ধ্বংসের লক্ষ্যে র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে কর্মসূচির অংশ হিসেবে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের কথা থাকলেও তার দৃশ্যমান কোনো কার্যক্রম চোখে পড়েনি বলে অভিযোগ উঠেছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা জমে থাকা পানি অপসারণ, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির বিভিন্ন বার্তা প্রচার করেন।

তবে কর্মসূচিতে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বাস্তবে এ-সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম লক্ষ করা যায়নি। ডেঙ্গু প্রতিরোধে মৌখিকভাবে বিভিন্ন নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করা হলেও তার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়নি বলে উপস্থিত অনেকেই মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শারমিন আক্তারসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

অনেকের মতে, র্যালি শেষে পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মী, হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতাকর্মী এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সহযোগিতায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হলে কর্মসূচিটি আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতো।

আলমডাঙ্গার বেলগাছি পালপাড়ার মন্দির ধ্বংসের মুখে, ৫০ বছরেও হয়নি সংস্কার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি পালপাড়ায় অবস্থিত পালবাড়ির ঐতিহ্যবাহী হরি মন্দিরটি দীর্ঘ ৫০ বছরেও কোনো সংস্কার না হওয়ায় বর্তমানে ধ্বংসের মুখে পড়েছে। শতবর্ষী এই ধর্মীয় উপাসনালয়টি এখন টিকে থাকার সংকটে রয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে মন্দিরটিতে কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কারকাজ হয়নি। ফলে সময়ের আবর্তে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে এই পুরোনো ধর্মীয় স্থাপনাটি। এলাকায় সংখ্যালঘু কয়েকটি পরিবারের বসবাস। তাদের আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে মন্দিরটির সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না।

সরেজমিনে দেখা গেছে, পুরোনো কাঁদামাটির গাঁথুনিতে নির্মিত মন্দিরটির দেয়ালে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ইট খসে পড়ছে, পলেস্তারা উঠে গিয়ে ভেতরের কাঠামো উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। ছাউনি হিসেবে ব্যবহৃত টিনের চাল মরিচা পড়ে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। বর্ষা মৌসুমে ছাদ দিয়ে পানি পড়ায় ক্ষয়ক্ষতি আরও বেড়ে যায়।

মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি সুকুমার কুমার পাল বলেন, “পূর্বপুরুষের আমল থেকে এই মন্দিরটি আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা দেখভাল করার চেষ্টা করি। কিন্তু এখন বড় ধরনের সংস্কার না হলে মন্দিরটি টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।”

কমিটির সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার পাল বলেন, “প্রতি বছরই শুনি বরাদ্দ আসবে, কাজ হবে। কিন্তু পঞ্চাশ বছর কেটে গেলেও চোখে পড়ার মতো কোনো কাজ হয়নি। বরাদ্দ এসে থাকলে সেই অর্থ কোথায় ব্যয় হয়েছে, তার হিসাব মানুষের সামনে আসা দরকার।”

স্থানীয় বাসিন্দা কাছেদ আলী বলেন, “বহুবার শুনেছি সরকারি বরাদ্দ এসেছে। কিন্তু বছরের পর বছর পার হয়ে গেলেও মন্দিরে কোনো কাজ হতে দেখিনি। টাকা কোথায় যায়, এলাকার মানুষ তা বোঝে; শুধু মুখ খুলতে পারে না। কর্তৃপক্ষের উচিত বিষয়টি তদন্ত করে দেখা।”

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওয়ার্ড সদস্যদের মাধ্যমেই সাধারণত এ ধরনের বরাদ্দসংক্রান্ত কাগজপত্র পরিচালিত হয়। তবে বরাদ্দের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কি না, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকাবাসীর মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে।

এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারবঞ্চিত এই মন্দিরটি শুধু একটি উপাসনালয় নয়; এটি স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিবছর এখানে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তবে মন্দিরটির বর্তমান জরাজীর্ণ অবস্থা নিয়ে দর্শনার্থী ও ভক্তদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী এই ধর্মীয় স্থাপনাটি রক্ষায় দ্রুত প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান ও সংস্কারকাজ শুরু করতে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্থানীয়রা।